বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ) বিধিমালা, ২০২৩

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।-

২। সংজ্ঞা।-

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফ্র্যাঞ্চাইজ পদ্ধতিতে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা, ইত্যাদি

৩। ফ্র্যাঞ্চাইজ ব্যতীত বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ।-

৪। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।-

৫। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।-

৬। ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদান।-

৭। ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি (Franchise Agreement) ।-

৮। ফ্র্যাঞ্চাইজ এর মেয়াদ (Franchise period), মেয়াদ বর্ধন ও নবায়ন।-

৯। ফ্র্যাঞ্চাইজ হস্তান্তর।-

১০। ফ্র্যাঞ্চাইজ এর অধিকার প্রত্যাহার বা বাতিল।-

১১। মধ্যস্থতা।-

১২। পরিচালন কোম্পানিতে কর্তৃপক্ষের পরিচালক নিয়োগের বিশেষ ক্ষমতা।-

১৩। পরিচালন কোম্পানির সংঘবিধি বা সংঘস্মারক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ।-

তৃতীয় অধ্যায়
বাস রুট ব্যবস্থাপনা

১৪। বাস রুট পারমিট।-

১৫। বাস রুট পরিবর্তন ও অতিরিক্ত রুট সংযোজন।-

১৬। বাস পরিবহন সেবার ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারণ, ইত্যাদি।-

চতুর্থ অধ্যায়
বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

১৭। ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা।-

১৮। পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা অক্ষুন্ন রাখা।-

১৯। বাস পরিবহন সেবা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ক্ষমতা।-

২০। বাসের সংখ্যা নির্ধারণ।-

২১। বাসের আসন সংখ্যা।-

২২। ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস ক্রয় ও পরিবর্তন।-

২৩। ভাড়া নির্ধারণ ও উহা আদায়।-

২৪। বাস চলাচলের সময়সূচী নির্ধারণ।-

২৫। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।-

২৬।বাস রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সুবিধাদি।-

পঞ্চম অধ্যায়
প্রশাসনিক বিষয়াদি

২৭।প্রবেশ ও পরিদর্শন।-

২৮। পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন সেল, ইত্যাদি।-

২৯। বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত ব্যবস্থা।-

৩০। বাস পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক ফেডারেশন গঠন ও রেজিস্ট্রিকরণ।-

ষষ্ঠ অধ্যায়
আর্থিক বিষয়াদি

৩১। বাস পরিবহন সেবা বাবদ পরিচালন কোম্পানির অনুকূলে আয় বন্টন ।-

৩২। উন্নয়ন তহবিল।-

সপ্তম অধ্যায়
জরিমানা

৩৩। জরিমানা।-

৩৪। আপিল।-

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩৫। অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহায়তা গ্রহণ।-

৩৬। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা।-

৩৭। নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।-

৩৮। ক্ষমতার্পণ।-

৩৯। অসুবিধা দূরীকরণ।-

৪০। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।-

৪১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।-

৪২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু ঢাকা মহানগরী ও তৎসন্নিহিত এলাকায় যাত্রী পরিবহন সেবার মানোন্নয়ন এবং বাস পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ, দ্রুতগামী, পরিকল্পিত, সুষ্ঠু ও আধুনিক করিবার উদ্দেশ্যে, উক্ত এলাকার জন্য অনুমোদিত ও নির্দিষ্টকৃত বাস রুটসমূহে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনে ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদানসহ উক্তরূপ সেবা পরিচালনার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ (২০১২ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৯(ব) এবং ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করা হইল: -

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ) বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(ক) তফসিলে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের প্রাধিকারভুক্ত গুচ্ছভিত্তিক (cluster) বাস রুটের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে এলাকায় বাস পরিবহন সেবা কার্যকর করা হইবে সেই এলাকায় এই বিধিমালা প্রয়োগযোগ্য হইবে। নির্ধারিত এলাকার মধ্যে রুট ভিত্তিক বাস পরিবহন সেবাও কার্যকর করা যেতে পারে।

(খ) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই বিধিমালা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়

(১) "অধিক্ষেত্র" অর্থ প্রাথমিকভাবে আইনে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এলাকা;

(২) ''আইন'' অর্থ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৮ নং আইন);

(৩) ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ;

(৪) ''কোম্পানি আইন'' অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন);

(৫) "ক্রয় আইন" অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) ও তদধীন প্রণীত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮;

(৬) "ক্লিয়ারিং হাউজ" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত ও পরিচালিত আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হইবে ও যাহা দ্বারা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অপারেটর (পিটিও) এবং র‍্যাপিড পাস ব্যবহারকারীদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ক্যাশবিহীন ভাড়া স্থনান্তর সহ পিটিও সমূহের মধ্যকার ক্লিয়ারিং ও আর্থিক নিষ্পত্তি সম্পন্ন হইবে;

(৭) “গণপরিবহণ” অর্থ আইনের ধারা ২(গ) এর অধীন সংজ্ঞায়িত গণপরিবহণ;

(৮) ‘‘ফ্র্যাঞ্চাইজ’’ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং নির্ধারিত গুচ্ছভিত্তিক রুটে কোনো পরিবহন সেবা প্রদানকারী কোম্পানিকে এই বিধিমালানুসারে বাস পরিবহন পরিচালনার জন্য প্রদত্ত একচ্ছত্র অধিকার;

(৯) ‘‘ফ্র্যাঞ্চাইজি’’ অর্থ এরূপ কোনো কোম্পানি যাহা কর্তৃপক্ষের সহিত বিধি মোতাবেক সম্পাদিত চুক্তির অধীন গুচ্ছভিত্তিক রুটে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার লাভ করিবে;

(১০) ‘‘ফ্র্যাঞ্চাইজর’’ অর্থ কর্তৃপক্ষ যাহা এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে কোনো পরিচালন কোম্পানিকে বাস পরিবহন সেবা প্রদানের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করিবে;

(১১) “গ্রস কস্ট কন্ট্রাক্ট (gross-cost contract)” অর্থ ফ্র্যাঞ্চাইজর-এর সহিত ফ্র্যাঞ্চাইজিগণের চুক্তিভুক্ত নির্দিষ্ট গুচ্ছভিত্তিক বাস রুটে প্রদত্ত বাস সেবার বিনিময়ে অর্জিত অর্থ বণ্টনের জন্যে ফ্র্যাঞ্চাইজর এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি যেখানে ফ্র্যাঞ্চাইজর বাস ভাড়া বাবদ আদায়কৃত অর্থ প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষণ করে এবং বাস পরিবহন সেবা প্রদানের শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত অর্থ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে প্রদান করে;

(১২) ‘‘নিট কস্ট কন্ট্রাক্ট (net-cost contract)’’ অর্থ ফ্র্যাঞ্চাইজর-এর সহিত ফ্র্যাঞ্চাইজিগণের চুক্তিভুক্ত নির্দিষ্ট ক্লাস্টার/ রুটে প্রদত্ত বাস সেবার বিনিময়ে অর্জিত ভাড়া হইতে সমস্ত প্রযোজ্য ব্যয় সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ বা মুনাফা বন্টনের জন্যে ফ্র্যাঞ্চাইজর এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি;

(১৩) ‘‘তফসিল’’ অর্থ এই বিধিমালার সাথে সংযুক্ত তফসিল;

(১৪) ‘‘পরিচালন কোম্পানি’’ অর্থ কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজ অধিকারপ্রাপ্ত কোনো কোম্পানি;

(১৫) “পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অপারেটর (পিটিও)” অর্থ এই বিধিমালার অধীনে সংজ্ঞায়িত গণপরিবহন পরিচালনার জন্যে কর্তৃপক্ষ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিশেষ;

(১৬) ‘‘বাস’’ অর্থ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩৬) এর অধীন সংজ্ঞায়িত বাস;

(১৭) ‘‘বাস পরিবহন সেবা’’ অর্থ এই বিধিমালার অধীন নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধের বিনিময়ে যাত্রী পরিবহন কাজে নিয়োজিত বা পরিচালিত বাস পরিবহন সেবা;

(১৮) “বাস রুট” অর্থ গণপরিবহণ সেবা পরিচালনার জন্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যাত্রাপথ;

(১৯) “বাস রুট পারমিট” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করিয়া প্রদত্ত পৃষ্ঠাঙ্কিত অনুমতিপত্র। অস্থায়ী অনুমতিপত্রও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২০) “বাস রুট গুচ্ছ / ক্লাস্টার” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত একাধিক যাত্রাপথের সমন্বয়ে তৈরিকৃত যাত্রাপথ গুচ্ছ।

(২১) ‘‘যাত্রী’’ অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে বাসে পরিবহনকৃত বা পরিবহনরত কোনো ব্যক্তি;

(২২) “র‍্যাপিড পাস” অর্থ কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ও ইস্যুকৃত আইসি চিপ সমৃদ্ধ স্মার্ট কার্ড, যাহাতে গ্রাহকের নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক মূল্য (stored value) এবং ব্যক্তিগত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সঞ্চিত থাকিবে;

(২৩) “র‍্যাপিড পাস সিস্টেম” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা যাহা ক্লিয়ারিং হাউজ এবং র‍্যাপিড পাস সমন্বয়ে গঠিত;

(২৪) ‘‘সালিশ আইন’’ অর্থ সালিশ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন);

(২৫) “সড়ক আইন” অর্থ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন); এবং

(২৬) "স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ ব্যবস্থা" (Automatic Fare Collection System) অর্থ বিশেষ ব্যবস্থা যাহার দ্বারা গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে র‍্যাপিড পাসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভাড়া সংগৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফ্র্যাঞ্চাইজ পদ্ধতিতে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনাসহ অন্যান্য

৩। ফ্র্যাঞ্চাইজ ব্যতীত বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ।- (১) কর্তৃপক্ষ অধিক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজ ব্যতীত বাস সেবা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত রুট সমূহে বাস পরিচালনার সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান নিম্নবর্ণিত বাস পরিবহন সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা: -

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বা স্বীকৃত ভাড়ার বিনিময়ে পরিচালিত যাত্রী পরিবহনের কাজে নিয়োজিত বাস পরিবহন সেবা;

(খ) সরকার বা সরকারের পক্ষে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মালিকানাধীন বাস পরিচালন সেবা;

(গ) বিমান বন্দর হইতে বা বিমানবন্দর অভিমুখী আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবহন কাজে নিয়োজিত বাস পরিবহন সেবা;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হোটেল বা পর্যটন পরিষেবার জন্য নিয়োজিত বাস পরিবহন সেবা;

(ঙ) সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক বা কর্মচারী পরিবহন কাজে নিয়োজিত বাস পরিচালন সেবা;

(চ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাধীন বা চুক্তিবদ্ধ ভাড়ার বিনিময়ে নাগরিক সেবা প্রদান কাজে নিয়োজিত বাস পরিচালন সেবা; এবং

(ছ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অনুমোদিত অন্য কোনো বাস পরিবহন সেবা।

৪। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইনের ধারা ৯ এর অধীন কর্ম-সম্পাদনের অতিরিক্ত হিসাবে, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালন কোম্পানিসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন;

(খ) বাস পরিবহন সেবায় র‍্যাপিড পাসের প্রবর্তন;

(গ) বাস পরিবহন ও যাত্রী সেবার নিরাপত্তা মান নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ;

(ঘ) ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন যাত্রী পরিবহনের বিনিময়ে আদায়যোগ্য ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণসহ এবং উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঙ) বাস পরিবহন সেবার বৈশিষ্ট্য (parameter) নির্দিষ্টকরণ;

(চ) বাস রুট নেটওয়ার্ক নির্ধারণ ও যাত্রী চাহিদার আলোকে উহার সার্বিক পরিবীক্ষণ;

(ছ) ফ্র্যাঞ্চাইজির সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন উক্ত কোম্পানির সেবার মান তদারকিকরণ;

(জ) বাস পরিবহন সেবার ভৌত কাঠামো ও কারিগরি ব্যবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ;

(ঝ) ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণসহ কর্তৃপক্ষ অধিক্ষেত্রে এলাকার বাস রুটে বাস পরিবহন সেবার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(ঞ) ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্বাচন ও নির্ধারণ;

(ট) ফ্র্যাঞ্চাইজ এর অধিক্ষেত্রে চলাচলকারি বাসের সংখ্যা ও মান নির্ধারণ;

(ঠ) উপরিউক্ত কোনো বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিকভাবে সম্পৃক্ত অন্য কোনো কার্য;

(ড) তফসিল দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্য-সম্পাদন।

৫। কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।- (১) প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রত্যেক বৎসর পরবর্তী বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে, যথা: -

(ক) বাস রুট উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ বাস পরিবহন সেবা প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ।

(খ) কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিচালিত বাসের সংখ্যা ও বাসের ধরন সম্পর্কিত বিবরণ;

(গ) পুরাতন ও চলাচলের অনুপযোগী বাসের ফেইজ আউট কর্মসূচী;

(ঘ) বাস রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কর্মসূচী;

(ঙ) কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ব্যয় ও আর্থিক সক্ষমতা;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচিত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে, ফ্র্যাঞ্চাইজির সহিত আলোচনাক্রমে, সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে, অনুমোদন করিবে, এবং এইরূপে অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদনের পর কর্তৃপক্ষ, ফ্র্যাঞ্চাইজির সহিত আলোচনাক্রমে, সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) ফ্র্যাঞ্চাইজি, যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ব্যতীত, এই ধারার অধীন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে সক্ষম না হইলে উহা উক্ত কোম্পানির সহিত ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির শর্ত প্রতিপালনের ব্যর্থতা হিসাবে গণ্য হওয়াসহ যথাযথ ও দক্ষতার সহিত বাস পরিবহন সেবা প্রদানে সক্ষম নহে মর্মে গণ্য হইবে।

(৫) কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নসহ উহা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম না হইলে উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে এই বিধিমালার ধারা ৩৩ এর অধীনে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৬। ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদান।- (১) কর্তৃপক্ষ, ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, এই বিধিমালার অধীনে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার জন্য, কোম্পানি আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানিকে তফসিলে উল্লিখিত গুচ্ছভিত্তিক (cluster) কোনো বাস রুটে বা রুটসমূহে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার অধিকার বা রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার অধিকার বা রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদান ও ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক পরিচালন কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো কোম্পানিকে বাস পরিবহন সেবার ফ্র্যাঞ্চাইজ অধিকার প্রদান করা হইলে উক্ত কোম্পানি উক্ত উপ-ধারার বিধান অনুসারে প্রদত্ত বাস রুটে, ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে, বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার (exclusive right) প্রাপ্ত হইবে।

(৫) বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজ অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, ক্রয় আইনের বিধানাবলী বা এতদুদ্দেশে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত গুচ্ছভিত্তিক বাস রুটে কেবল প্রথমবার বা একবারের জন্য সমঝোতার মাধ্যমে (negotiation) ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদান ও তদ্‌সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে। সমঝোতার মাধ্যমে বা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই বাছাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইবে।

৭। ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি (Franchise Agreement) ।- (১) ফ্র্যাঞ্চাইজ পদ্ধতিতে বাস পরিচালনা করতে হলে প্রতিটি কোম্পানিকে নির্ধারিত ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির তফসিলে উল্লিখিত গুচ্ছভিত্তিক বাস রুটে বাস পরিবহন সেবার পরিচালন পদ্ধতি, শর্ত ও তদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলীকে ক্ষুন্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ, ফ্র্যাঞ্চাইজির সহিত আলোচনাক্রমে, ফ্র্যাঞ্চাইজ অধিকার প্রদান সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাস পরিবহন সেবা পরিচালনের শর্ত পরিবর্তন, পরিমার্জন বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধন করা হইলে এবং উক্ত কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উক্ত কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও উহার প্রদান পদ্ধতি ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির শর্ত এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত সার্ভিস এর মান (service standard) ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাস সেবা পরিচালনা করিতে হইবে।

(৭) সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষ ও ফ্র্যাঞ্চাইজির পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে, এবং পক্ষবৃন্দ উক্তরূপ সম্মতির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে ব্যর্থ হইলে, উহা সালিশের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন সালিশের ক্ষেত্রে সালিশ আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৮। ফ্র্যাঞ্চাইজ এর মেয়াদ (Franchise period), মেয়াদ বর্ধন ও নবায়ন।- (১) এই বিধিমালার অধীন ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদানের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ১০ (দশ) বৎসর, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে তফসিলে উল্লিখিত বাস রুট পরিবর্তিত হইলেও মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে উহা বিবেচনা করা যাইবে না।

(২) ফ্র্যাঞ্চাইজ এর মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ফ্র্যাঞ্চাইজির আবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ফ্র্যাঞ্চাইজি সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সহিত বাস পরিবহন সেবা প্রদানে সক্ষম, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ, ক্রয় আইনের বিধান সাপেক্ষে, এতদুদ্দেশে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে, ফ্র্যাঞ্চাইজ এর মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ কোম্পানির আবেদনের ভিত্তিতে, ক্রয় আইনের বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ফ্র্যাঞ্চাইজ এর মেয়াদ অনধিক ২ (দুই) বৎসর সময়ের জন্য (মেয়াদের জন্য) নবায়ন করিতে পারিবে।

৯। ফ্র্যাঞ্চাইজ হস্তান্তর।- (১) কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি উহার ফ্র্যাঞ্চাইজ বা ইহার কোনো অংশ বিশেষ, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, অন্য কোনো কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির আওতাভুক্ত কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ বা ইহার কোনো অংশ বিশেষ, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, অপর কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ এর নিকট হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, অন্য কোনো কোম্পানির নিকট কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ বা ইহার কোনো অংশ বিশেষ হস্তান্তর করা হইলে উহা বিধিমালা অনুসারে অগ্রহণযোগ্য হইবে।

১০। ফ্র্যাঞ্চাইজ এর অধিকার প্রত্যাহার বা বাতিল।- (১) যদি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই বা বিধিমালার ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, বা এই বিধিমালার অধীন আরোপিত জরিমানা পরিশোধে, ব্যর্থ হয় বা এই বিধিমালার অধীন কোনো অপরাধে দন্ডিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন প্রদত্ত অধিকার বাতিল বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(২) ফ্র্যাঞ্চাইজিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) এই ধারার অধীন ফ্র্যাঞ্চাইজ এর অধিকার প্রত্যাহার বা বাতিল করা হইলে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাস পরিবহন সেবায় নিয়োজিত বাস ও তদ্-সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে অধিগ্রহণকৃত বাস ও অস্থাবর সম্পদ কর্তৃপক্ষ অপর কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ এর নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয় এবং উক্তরূপে বিক্রয় সম্ভব না হইলে নূতন অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত অপারেটরের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

১১। মধ্যস্থতা।- (১) সরকার, বাস পরিবহন সেবায় নিয়োজিত বাস ও তদ্সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) মধ্যস্থতাকারী সংশ্লিষ্ট বাস ফ্র্যাঞ্চাইজির সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় কার্য-সম্পাদন করিবে এবং প্রয়োজনে, সালিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। পরিচালন কোম্পানিতে কর্তৃপক্ষের পরিচালক নিয়োগের বিশেষ ক্ষমতা।- (১) কোম্পানি আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, চুক্তি, পরিচালন, কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধি, রীতিনীতি বা চাকরির শর্তাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত কোনো পরিচালন কোম্পানিতে অনধিক ২ (দুই) জন ব্যক্তিকে পরিচালক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে, এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্তরূপে কোনো পরিচালক নিয়োগ করা হইলে, কর্তৃপক্ষ ব্যতীত, উক্ত কোম্পানির বোর্ড উক্ত পরিচালককে অপসারণ (remove) করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত পরিচালক উক্ত কোম্পানিতে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি কোম্পানির সকল সভায় অংশগ্রহণসহ কোম্পানির অন্যান্য পরিচালকের ন্যায় কোম্পানির সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত পরিচালকগণ এই ধারার অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য পরিচালন কোম্পানি হইতে উক্ত কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা, সম্মানী, ফি বা আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১৩। ফ্র্যাঞ্চাইজির সংঘবিধি বা সংঘস্মারক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ।- কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ তজ্জন্য নির্দিষ্টকৃত কোনো মেয়াদে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ফ্র্যাঞ্চাইজির সংঘবিধি বা সংঘস্মারক পরিবর্তন বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধন করিতে পারিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়
বাস রুট ব্যবস্থাপনা

১৪। বাসরুট পারমিট।- (১) যেহেতু সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশে রুট পারমিট প্রদানের ক্ষমতা বিআরটিএ এর উপর অর্পিত রয়েছে এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ অনুযায়ী গুচ্ছভিত্তিক বাস রুট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ডিটিসিএ এর দায়িত্ব, সেহেতু এই দুয়ের সমন্বয়ে বাস রুট ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে;

(ক) যে এলাকায় বা যে গুচ্ছভিত্তিক বাস রুটে ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত পরিচালন কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সাক্ষর পূর্বক পরিবহন সেবা পরিচালন শুরু করিবে, সেই রুটের জন্য চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক বাসের তালিকা পরিচালন কোম্পানি ডিটিসিএ এর নিকট প্রেরণ করিবে। ডিটিসিএ উক্ত তালিকা পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক অনুমোদন করে বিআরটিএ এর নিকট রুট পারমিট ইস্যুর জন্য প্রেরণ করিবে।

(খ) ইতোপূর্বে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরটিএ উক্ত তালিকা অনুযায়ী নতুন রুট পারমিট ইস্যু করিবে এবং আগের ইস্যুকৃত সকল রুট পারমিটসমুহ বাতিল করিবে।

(২) উক্ত বিধিমালার অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত বাস বা পরিবহন যানসংক্রান্ত বিধানাবলী উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত এলাকায়, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে;

(ক) ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক ক্রয়কৃত সকল বাস আবশ্যিকভাবে উক্ত ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত পরিচালন কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রেশন;

(খ) এই বিধিমালার অধীন কেবল উক্তরুপ পরিচালন কোম্পানির নামেই রুট পারমিট ইস্যু; এবং

(গ) ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন পরিচালিত সকল বাসের মালিকানা উক্তরুপ পরিচালন কোম্পানির নামে হস্তান্তর, করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি সম্পাদনের পর উহার আওতাধীন বাসসমূহের জন্য ইস্যুকৃত রুট পারমিটভুক্ত বাসের মালিকানা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৫) রুট পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে, ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন যে সকল স্থানে বাস থামিবে সেই স্থানের বাস স্টপেজসমূহের এর নাম উল্লেখ থাকিতে হইবে, এবং ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন পরিচালিত বাসসমূহ উক্তরুপে নির্ধারিত বাস স্টপেজসমূহে থামিতে হইবে।

(৬) ঢাকা এর কোনো রুটে চালুকৃত নূতন বাসের সর্বমোট আর্থিক ও বাণিজ্যিক মেয়াদ (economic life) হইবে ১০ (দশ) বৎসর এবং উক্ত সময়ের পরে উক্ত বাসের অনুকূলে রুট পারমিট ইস্যু করা যাইবে না।

(৭) ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন বিদ্যমান রুটসমূহে চলাচলকারী কোনো বাস ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে উহার অনুকূলে কোনো রুট পারমিট ইস্যু করা যাইবে না এবং রুট পারমিট এমনভাবে ইস্যু করিতে হইবে যেন উক্ত বাস নূতনকাল ও পুরাতনকালসহ কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক সময় চলাচল করিতে না পারে।

১৫। বাস রুট পরিবর্তন ও অতিরিক্ত রুট সংযোজন।- (১) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির আওতাধীন নির্দিষ্টকৃত বাস রুট হ্রাস বা বৃদ্ধির মাধ্যমে, পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো বাস রুট পরিবর্তন করা হইলে কর্তৃপক্ষ পরিচালন কোম্পানিকে উক্ত রুটে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন পরিবর্তিত বাস রুটে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত রুটে বাস পরিচালন সেবা পরিচালনার জন্য একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে নূতনভাবে অধিকার প্রদান করা হইলে, উক্তরূপে অবহিত হইবার পর পরিচালন কোম্পানি এই ধারার অধীন পরিবর্তিত নূতন রুটে বাস পরিবহন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত মানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস পরিচালনা করিবে।

১৬। বাস পরিবহন সেবার ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারণ, ইত্যাদি।- (১) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, পরিচালন কোম্পানির সহিত আলোচনাক্রমে, নির্ধারিত রুটে বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার ফ্রিকোয়েন্সিসহ বাসের ধরন ও বাসের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(২) পরিচালন কোম্পানির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার ফ্রিকোয়েন্সি, বাসের ধরন ও বাসের যাত্রী ধারণক্ষমতা পরিবর্তন (variation) করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার ফ্রিকোয়েন্সি, বাসের ধরন ও বাসের যাত্রী ধারণক্ষমতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

১৭। ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, তফসিলে উল্লিখিত গুচ্ছভিত্তিক বাস রুটসমূহের মধ্যে যে বাস রুট এলাকার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রদান করা হইয়াছে, পরিচালন কোম্পানি কোনোক্রমেই উক্ত নির্ধারিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি উক্ত কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ পরিস্থিতি চলমান থাকাকালীন উহার বাসসমূহ, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন অন্য কোনো রুটে পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে, পরিচালন কোম্পানি বিষয়টি অনতিবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

১৮। পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা অক্ষুন্ন রাখা।- পরিচালন কোম্পানি, ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত মেয়াদে, সর্বদা, কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিতে দক্ষতার সহিত ও সুষ্ঠুভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজ সংক্রান্ত চুক্তির অধীন উহার বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা করিবে।

১৯। বাস পরিবহন সেবা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ক্ষমতা।- (১) সরকার বা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং প্রয়োজনে, চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, স্থানীয়ভাবে প্রচারের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী এবং তৎসন্নিহিত কোনো এলাকায়, কোনো সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার বা টানেলে যে কোনো মেয়াদের জন্য বাস চলাচল নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) কোনো বাস দ্বারা চালক, যাত্রী, সড়ক ব্যবহারকারী বা সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, সরকার বা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ, উক্ত বাসকে সড়ক হইতে প্রত্যাহার বা সড়কে চলাচল বন্ধের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। বাসের সংখ্যা নির্ধারণ।- (১) কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, আদেশ দ্বারা, অধিক্ষেত্রের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত বাসের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(ক) এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিমিত ভাবে যাত্রী ও পরিবহন সার্ভের মাধামে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উহা বিশ্লেষণ করে কোন রুটে কত বাস প্রয়োজন এবং হেড অন টাইম নির্ধারণ করে দিবে।

(খ) ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তি সাক্ষর এর পূর্বে এরূপ গাড়ির সংখ্যা ও ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারিত থাকলেও যে কোন সময়/সময় সময় সার্ভে ও তথ্য বিশ্লেষণ-এর ভিত্তিতে এরূপ পরিবর্তনের সিধান্ত নিতে পারবে।

(২) কোনো এলাকার বাসের সংখ্যা উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত হইলে, অতিরিক্ত বাসসমূহকে চাহিদা মোতাবেক, চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অন্যান্য এলাকায় চলাচলের অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

২১। বাসের আসন সংখ্যা।- কর্তৃপক্ষ পরিচালন কোম্পানির বাসসমূহে নারী, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩২ এর বিধান অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, উক্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ও পৃথক বাস পরিবহন সেবা চালুর জন্য পরিচালন কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস ক্রয় ও পরিবর্তন।- ১০ (দশ) বৎসরের অধিক পুরাতন বাস আবশ্যিকভাবে পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক পরিবর্তন করিতে হইবে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীন ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্রয় ও পরিবর্তনের (Procurement and Replacement Schedule) তফসিল অনুযায়ী বাস ক্রয় ও পরিবর্তনযোগ্য হইবে।

২৩। ভাড়া নির্ধারণ ও উহা আদায়।- (১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ফ্র্যাঞ্চাইজের আওতাভুক্ত বাস ভাড়ার হার ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩২ এবং উহার তফসিলের অনুচ্ছেদ ৭ এ বিধৃত বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বাস ভাড়ার হার ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) ফ্র্যাঞ্চাইজের অধীন সকলবাসে সহজে দৃশ্যমান স্থানে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) ফ্র্যাঞ্চাইজপ্রাপ্ত পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানির বাসের যাত্রীগণের নিকট হইতে কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার করে ডিটিসিএ এর র‍্যাপিড পাস সিস্টেম ব্যবহার করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভাড়া আদায় ও সেটেলমেন্ট করিতে হইবে ।

(ক) তবে এরূপ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ভাড়া আদায় পদ্ধতি ও এ এফ সি পদ্ধতি এক সাথে চালু থাকবে।

(৫) কোনো বাস মালিক, চালক, কন্ডাক্টর, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবি বা আদায় করিতে পারিবে না।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবি বা আদায় হইবে এই বিধিমালার লঙ্ঘন এবং তজ্জন্য উক্ত ফ্র্যাঞ্চাইজের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

২৪। বাস চলাচলের সময়সূচী নির্ধারণ।- (১) কর্তৃপক্ষ, ফ্র্যাঞ্চাইজ এর আওতাধীন রুটসমূহে বাস চলাচলের সময়সূচি নির্ধারণ করিবে এবং উক্ত সময়সূচী বহির্ভূতভাবে বাস চলাচল করিতে পারিবে না।

২৫। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।- (১) পরিচালন কোম্পানি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্য নির্দিষ্টকৃত রেকর্ডপত্র, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে। রেকর্ডপত্রসমূহ কোম্পানি আইনের অধীনে অডিটের নিমিত্তে যেরূপ সংরক্ষণ করিতে হয় এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণে সেরূপ সংরক্ষণ করিলেও হইবে।

(২) পরিচালন কোম্পানি উক্ত রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে প্রত্যেক বৎসর সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন, চুক্তির শর্ত দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, পরিচালন কোম্পানির নিকট হইতে উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, বিবরণী ও অন্য কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য চাহিতে পারিবে এবং উক্ত কোম্পানি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। বাস রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সুবিধাদি।- (১) প্রত্যেক পরিচালন কোম্পানি বাস পরিবহন সেবা পরিচালনের জন্য ব্যবহৃত বাসের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বা নির্ধারিত স্থানে, চুক্তির শর্ত এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত রক্ষণাবেক্ষণ এর মান (Maintenance Standard) দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পার্কিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য সম্পন্ন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বরাদ্দকৃত বা নির্ধারিত স্থান ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষকে পরিচালন কোম্পানি নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদান করিবে। রক্ষণাবেক্ষণের এরূপ সুবিধা তৈরির পর প্রদত্ত সুবিধার মানের উপর নির্ভর করে এই ভাড়ার হার নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রশাসনিক বিষয়াদি

২৭। প্রবেশ ও পরিদর্শন।- (১) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কোনো কর্মকর্তা, এই বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্থান, প্রাঙ্গন বা তৎসংশ্লিষ্ট স্থাপনা, বাস পরিবহন সেবার সহিত সম্পর্কযুক্ত পরিবহন যান, পরিচালন কোম্পানির কার্যালয়, বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট বাসের মেরামত কারখানা ও রক্ষণাবেক্ষণ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো স্থানে প্রবেশপূর্বক এই বিধির বিধান অনুসরণক্রমে, যুক্তিসঙ্গত যে কোনো সময়;

(ক) পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্থান, প্রাঙ্গন বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট স্থাপনা;

(খ) পার্কিংকৃত বা চলাচলরত বা মেরামতের জন্য রক্ষিত বাস বা পরিবহন সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিবহন যান;

(গ) পরিচালন কোম্পানির কার্যালয়, বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট বাসের মেরামত কারখানা ও রক্ষণাবেক্ষণ স্থান, পরিদর্শন করিতে এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রয়োজনীয় যে কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) বাস পরিচালন কোম্পানি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত যে কোনো নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) কোনো বাস পরিচালন কোম্পানি ও তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনে কোনোরূপ বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।

২৮। পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন সেল ইত্যাদি।- (১) পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এই বিধিমালার অধীন পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ উহার বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে এক জন অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালকের তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত একটি সেল গঠন করিবে। এই সেল মূলত কর্তৃপক্ষ এর দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ বাস পরিবহন সেবার ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের জন্য উক্ত সেল এর আওতাধীন একটি বাস পরিবহন সেবা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (Bus Management Center) এবং বাস পরিবহন সেবাসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার গণপরিবহন সেবা উন্নত করিবার জন্য উক্ত সেবা প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বাস পরিবহন সেবা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও উহা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি উহা স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণয়ন করিয়ে নিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন বাস পরিবহন সেবা ব্যবস্থাপনা ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সেল কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে উক্ত সেল পরিচালিত হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন গঠিত সেল ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও অন্যান্য বিষয়াদি সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাবনায় বর্ণিত এবং অনুমোদিত কর্ম বণ্টন প্রস্তাবনা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

২৯। বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত ব্যবস্থা।- এই বিধিমালার অধীন বাস পরিবহন সেবা পরিচালনের ক্ষেত্রে যদি এইরূপ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাহা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় উক্ত সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক এবং উহার ফ্র্যাঞ্চাইজ এর অধীন পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য উক্তরূপ সেবা, ফ্র্যাঞ্চাইজ এর অধীন পরিচালিত সম্পূর্ণ বা আংশিক বাস রুট এর কার্যক্রম, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আর্থিক বিষয়াদি

৩১। বাস পরিবহন সেবা বাবদ পরিচালন কোম্পানির অনুকূলে আয় বন্টন।- (১) বাস পরিবহন সেবা প্রদানের বিনিময়ে অর্জিত আয় গ্রস কস্ট কন্ট্রাক্ট (gross-cost contract) বা নিট কস্ট কন্ট্রাক্ট (net-cost contract) বিধৃত হারে ও পদ্ধতিতে বন্টন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিচালন কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ এই বিধিমালা কার্যকর করিবার পর প্রথমবার, কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালন কোম্পানিসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তিতে সন্নিবেশ করা যাইবে এবং পরবর্তীতে ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণক্রমে উহা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) সামগ্রিক ব্যয় চুক্তি বা নিট ব্যয় চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩২। **উন্নয়ন তহবিল।-** (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ফ্যাঞ্চাইজের অধীন উহার পরিচালন কোম্পানি**তে** একটি করিয়া উন্নয়ন তহবিল গঠন করা যাইবে, এবং উক্ত বাস পরিচালন কোম্পানিসমূহের আয়ের বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট পরিচালন কোম্পানির উন্নয়ন তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(২) উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে উক্ত কোম্পানির উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ, এবং প্রয়োজনে, নূতন বাস ক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন উন্নয়ন তহবিলে অর্থ জমা, ব্যয়, ব্যয়ের খাত নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
জরিমানা

৩৩। জরিমানা।- (১) ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে বা উহার কোনো শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে বা চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত ফ্র্যাঞ্চাইজ ব্যতীত অন্য কোনো রুটে বাস পরিবহন সেবা প্রদান করিলে, কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, তফসিল দ্বারা নির্ধারিত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত, জরিমানা আরোপ ও আপিলের পদ্ধতি তফসিল দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি উহার উপর আরোপিত জরিমানা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে, পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর অধীন সরকারি দাবী গণ্যে আদায়যোগ্য হইবে।

৩৪। আপিল।- (১) কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি ধারা ৩৩ এর অধীন আরোপিত জরিমানা বা দন্ড দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হইলে, উক্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি জরিমানা আরোপের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট পুনঃমূল্যায়নের জন্য আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি ধারা ৩৩ এর অধীন আরোপিত জরিমানা বা দন্ড দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হইলে, জরিমানা আরোপের অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃমূল্যায়ন আবেদন বিবেচনা বা খারিজের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন আপিল দায়ের করা হইলে সরকার, আপিলকারী ও কর্তৃপক্ষকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, উহা অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত জরিমানা বাতিল, সংশোধন কিংবা বহালের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩৫। অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহায়তা গ্রহণ।- এই বিধিমালার কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৬। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনা।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার অধিকার সংরক্ষণ করিবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সাথে যথাসম্ভব সমন্বয় সাধন পূর্বক পরিবহন সেবা পরিচালনা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো বাস পরিচালন কোম্পানির সহিত অংশীদারিত্ব নির্দিষ্ট করা হইলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন উহার ভিত্তিতে এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বাস পরিচালন সেবা পরিচালনা করিতে পারিবে।

৩৭। নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।- সরকার, সময় সময়, কর্তৃপক্ষকে, তদ্‌বিবেচনায় যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশনা বাধ্যকরভাবে পালন করিবে।

৩৮। ক্ষমতার্পণ।- কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, যদি থাকে, এই বিধিমালার অধীন উহার কোনো ক্ষমতা চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য বা কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৩৯। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই বিধিমালার কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৪০। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।- (১) সরকার, কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৪১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা: -

(ক) বাস পরিবহন সেবার টিকেটিং ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধান;
(খ) ভাড়া ও উহা আদায় পদ্ধতি নির্ধারণ;
(গ) বাস পরিচালনা সেবার ফ্রিকোয়েন্সি ও সময় নির্ধারণ;
(ঘ) রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান;
(ঙ) বাস স্টপ, ডিপো, টার্মিনাল, টিকেট কাউন্টার, ইত্যাদি নির্ধারণ;
(চ) বাসে যাত্রী পরিবহন সেবার মানদন্ড নির্ধারণ;
(ছ) বাস রক্ষণাবেক্ষণের মানদন্ড নির্ধারণ;
(জ) বাস পরিবহন সেবার নিরাপত্তার মানদন্ড নির্ধারণ;
(ঝ) বাসের স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ;
(ঞ) বাসে ব্যবহারতব্য যথাযথ বাস রুট ও গন্তব্য নির্দেশক সাইন স্থাপন;
(ট) ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, যাত্রী, ইত্যাদির আচরণ বিধি নির্ধারণ;
(ঠ) বাসে বিপদজনক দ্রব্য পরিবহন নিয়ন্ত্রণ; এবং
(ড) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্য কোনো বিষয়।

৪২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।